"উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি" প্রকল্প।

১. **প্রকল্পের মেয়াদ** ঃ ফেব্রুয়ারী' ২০১২ হতে জুন' ২০১৬ পর্যন্ত (২য় সংশোধিত)।

২. **প্রকল্পের কার্য এলাকা** ঃ উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলা (রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর), ৪৬ টি উপজেলা।

৩. **প্রকল্প সৃষ্টির পটভূমি** ঃ উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলা যথা- রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর সম্পূর্নবরূপে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির উন্নয়ন আবার অনেকাংশেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ফলে প্রতি বছর উক্ত জেলাগুলোর কৃষি প্রকৃতি ও পরিবেশগত কারণে বিপর্যস্ত হয়। পাশাপাশি নাটোর এবং পঞ্চগড় জেলা তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত এলাকা। ফলে উক্ত ০৭টি জেলার মানুষ প্রতিবছর দারিদ্র্যতার কবলে পড়ে। দরিদ্র মানুষগুলোকে প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পারিবারিক/দলগতভাবে আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থান দেয়াসহ পারিবারিক বন্ধন মজবুত, আন্ত সম্পর্কের উন্নয়ন কল্পে এ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। বিশেষ করে ঐ এলাকায় মুরগী ও পশু পালনে এবং নার্সারী প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সুযোগ থাকায় গাভীপালন, গরু মোটাতাজাকরণ, পোল্ট্রি, ছাগল ও ভেড়া পালন ও নার্সারী বিষয়ে ১০ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যাতে মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বাড়ানো যায়। পাশাপাশি নার্সারী তৈরির মাধ্যমে গাছের চারা ও শাকসবজির উৎপাদনও বাড়ানো যায়।

৪. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** ঃ

ক) দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

খ) গরু মোটাতাজাকরনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

গ) যুব সমাজকে গোষ্ঠি উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

ঘ) উত্তরবঙ্গে দারিদ্র হ্রাসের মাধ্যমে টেকসই জীবন যাত্রার মান নিশ্চিত করা।

ঙ) প্রকল্প এলাকায় সম্পদের সদ্ব্যবহার করা।

৫. **প্রকল্প ব্যয়** ঃ ৬৪৯৬.১৪ (২য় সংশোধিত)

৬. **অর্থের উৎস** ঃ জিওবি।

৭. **উপকারভোগী** ঃ ১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা।

৮. **শিক্ষাগত যোগ্যতা** ঃ ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণি।

৯. **প্রকল্পের কার্যক্রম** ঃ গ্রাম নির্বাচন, পারিবারিক জরীপ, গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, সনদপত্র বিতরণ, ঋণদান, কেন্দ্র সভা।

গ্রাম নির্বাচন

- কর্ম এলাকার উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভূক্ত তুলনামূলক পশ্চাদপদ ও দারিদ্র এবং কম শিক্ষিত জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত গ্রাম নির্বাচন।
- প্রতিটি ইউনিয়নের কমপক্ষে একটি করে গ্রাম নির্বাচন।

পারিবারিক জরীপ

- নির্বাচিত গ্রামের প্রতিটি পরিবার জরীপ করা অর্থাৎ নির্ধারিত ফরমেট পূরণ।
- পরিবারের আর্থিক অবস্থা।
- পারিবারিক সদস্য সংখ্যা।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ।
- প্রকল্প করার মত স্থান ও পরিবেশ।
- গ্রুপে কাজ করার মানসিকতা।

- প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক।
- পাড়া প্রতিবেশীর মন্তব্য / সম্পর্ক।
- ঋণ গ্রহণে আগ্রহ।
- কিস্তি পরিশোধের সামর্থ্য।
- উপর্যুক্ত জামিন দাতা এবং তার কাগজ পত্র হালনাগাদ আছে কিনা।
- উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় সুবিধা।
- মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া।
- বয়স যাচাই (১৮-৩৫ এর মধ্যে)।
- পূর্বে নেয়া ঋণ (যদি গ্রহণ করে থাকেন) পরিশোধের অবস্থা।
- পূর্বে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজে লাগান নি এমন সকল তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই।
- ঋণের নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া।

গ্রুপ গঠন

- পারিবারিক সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠনে প্রাধান্য দেয়া। যেমন-স্বামী স্ত্রী, বাবা সন্তান, আপন ভাই, ভাই এবং বোন, জা জা, শাশুড়ী বউমা ইত্যাদি। প্রতি গ্রুপে ০৫ জন সদস্য থাকে এবং তাদের মধ্যে ০১ জন গ্রুপ প্রধান হন।
- প্রতিবেশীকে অন্তর্ভূক্তকরণ।
- পুরুষ মহিলার মিশ্রণ।
- তুলনামূলক ভাবে সচেতন ব্যক্তিকে গ্রুপ প্রধান করা (সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে)।
- গ্রুপ প্রধানে মহিলাকে অগ্রাধিকার দেয়া।
- মাসিক সভা করার স্থান সংকুলানের মত বাসায় কেন্দ্র করা।
- কেন্দ্রে ২৫জন সদস্যকে অর্থাৎ ০৫টি গ্রুপকে অন্তর্ভূক্ত করা।

কেন্দ্র গঠন

- ০৫ টি গ্রুপ অর্থাৎ ৫৫=২৫ জন সদস্য নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়।
- একজন সচেতন ব্যক্তিকে কেন্দ্র লিডার ও ডেপুটি লিডার (সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে) নির্বাচন করা।
- লিডার, ডেপুটি লিডার হিসেবে মহিলাকে অগ্রাধিকার দেয়া।
- মাসের ২য় সপ্তাহের প্রথমেই গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠন এবং প্রশিক্ষণের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা।

প্রশিক্ষণ প্রদান

- এলাকার সদস্যদের চাহিদা মাফিক ট্রেড নির্বাচন করা।
- প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন যেমন-স্থানীয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার কক্ষ, ইউ পির অডিটোরিয়াম, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সভা কক্ষ, এনজিও / ক্লাবের কক্ষ এবং উপযুক্ত বাড়ির আঙ্গিনা ইত্যাদি।
- ব্যবহারিক ক্লাসের বিষয় বিবেচনা করা।
- প্রশিক্ষণের তারিখ নির্বাচন (প্রতি মাসের ১৫ তারিখ হতে শুরু করা) তবে জরীপ, গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠন স্বল্প সময়ের মধ্যে করতে পারলে আগেও শুরু করা যাবে)।
- ক্লাস সিডিউল করা।
- রিসোর্স পারসনদের তালিকা করা (পশু সম্পদ বিভাগ, কৃষি বিভাগ, YTC, DYD এবং অন্যান্য সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রিধারী ব্যক্তি)।
- জেলা কার্যালয় থেকে অনুমোদন নেয়া।

- সদস্যদের নিকট থেকে ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, চারিত্রিক সনদপত্র এবং ভোটার আই ডি কার্ড / জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র জমা নেয়া।
- ১০ দিনের প্রশিক্ষণে প্রতিদিন ৪ ঘন্টার মোট ৪০টি ক্লাস নিশ্চিত করা।

সনদপত্র বিতরণ

- সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির দিনেই মূল্যায়ন শেষে সনদপত্র বিতরণ করা।

ঋণ দান

⇨ ঋণের আবেদন পত্র সরবরাহের ০১ সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি সহ আবেদন পত্র জমা নেয়া।
সংযুক্তিঃ

- আবেদনকারীর ছবি ও সকল কাগজপত্র।
- নিশ্চয়তা প্রদানকারীর ছবি।
- জমির দলিল।
- হালনাগাদ খাজনার পরচার কপি।
- ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।
- লিজ ভূক্ত জায়গায় প্রকল্প স্থলের চুক্তি পত্রের কপি।

⇨ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান ক্ষুদ্র ঋণ কার্য নির্দেশিকার আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর ন্যায় নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা।
⇨ ঋণীকে চেক দেয়ার পাশাপাশি ঋণের পাশবহি দেয়া।
⇨ ঋণ পরিশোধের নিয়মাবলী জানিয়ে দেয়া। যেমন-৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড, ১০% সার্ভিস চার্জ (ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে)।
⇨ ২৪ কিস্তিতে পরিশোধ (সার্ভিস চার্জ সহ কিস্তির পরিমাণ)।
⇨ প্রতিজনকে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে ঋণ দেয়া।
⇨ কিস্তি পরিশোধের তারিখ নির্ধারিত করা।
⇨ নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে এক সঙ্গে সকলকে কিস্তি পরিশোধে উপস্থিত হওয়ার বিষয় জানানো।

কেন্দ্র সভা

- প্রতি মাসে প্রতি সদস্যদের নিয়ে ০১টি করে সভা করা।
- সভায় কিস্তির টাকা জমা নেয়া।
- সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ের মধ্যে ০১টি করে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়া (বিষয়টি কি, কি ক্ষতি করে এবং কি ভাবে দূর করা যায়)।
- বাল্য বিয়ে যৌতুক, জেন্ডার, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং নারী শিশু নির্যাতন (এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ও ইভটিজিং সহ)।
- নারী ও শিশু পাচার, চোরাচালান এবং নকল, ভেজাল ও অবৈধ ব্যবসা।
- মদ, জুয়া, হাউজি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এবং ঘুষ দুর্নীতি।
- ধূমপান, মাদক এবং এইচ আই ভি এইডস।
- জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্রতা, অশিক্ষা এবং শিশু শ্রম।
- নেতৃত্ব, বাজারজাতকরণ কৌশল / যোগাযোগ।
- খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা।
- নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম এবং পারস্পারিক সম্পর্ক, সহমর্হিতা, সহযোগিতা ও যোগাযোগ।

- যুব সংগঠন/ক্লাব গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।
- সাময়িক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা।
- প্রয়োজনীয় সুপারিশ সহ সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

বাস্তবায়ন কৌশল

- জরীপ পদ্ধতি।
- নিবিড় তদারকি।
- মাঠ পরিদর্শন।
- এম.আই.এস রিপোটিং।
- তথ্য সংরক্ষণ।
- সচিত্র প্রতিবেদন।
- কর্মশালা।
- মনিটরিং চেকলিস্ট।
- মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন।

প্রকল্পের জনবল

- প্রকল্প পরিচালক- ০১ জন (প্রেষণে নিয়োগ)
- সহকারী প্রকল্প পরিচালক- ০১ জন (প্রেষণে নিয়োগ)
- হিসাব রক্ষক- ০১ জন (সরাসরি নিয়োগ)
- ডাটা এন্ট্রি অপারেটর- ০১ জন (সরাসরি নিয়োগ)
- এম.এল.এস.এস- ০১ জন (আউটসোর্সিং)
- গার্ড- ০১ জন (আউটসোর্সিং)

মাঠ কার্যালয়

- উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ৪৬ জন
- ক্রেডিট সুপারভাইজার ১৩৮ জন

মোট= ১৮৪ জন

উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে যোগাযোগ স্থাপন

- উৎপাদিত পণ্য বিশেষ করে দুধের উপযুক্ত মূল্য ও বিক্রয় নিশ্চিত করতে কেয়ার, মিল্কভিটা ও প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা।
- একই স্থান থেকে সকলের উৎপাদিত দুধ নির্ধারিত সময়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের ফলাফল

- দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন তথা দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।
- সঞ্চয় মনোভাব সৃষ্টি হবে।
- পারিবারিক বন্ধন মজবুত হবে।
- পরিবার প্রধানদের অসহায়ত্ব দূর হবে।

- আন্ত সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।
- প্রতিবেশীর সঙ্গে সৎভাব তৈরী হবে।
- দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন হবে।
- মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে।
- ব্যবসায়িক মনোভাব তৈরি ও দক্ষতাবৃদ্ধি পাবে।
- আমিষ জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ বাড়বে।
- গবাদি পশুর মৃত্যুর হার হ্রাস পাবে।

"উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (জুন' ২০১৬ পর্যন্ত)ঃ

ক) আর্থিক অগ্রগতিঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	অবমুক্তি	খরচ/অগ্রগতি	মন্তব্য/অগ্রগতি
০১	১১৬২.০০	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০	১১৮১.৯৮	বরাদ্দের- ৯৮.৯১% অবমুক্তির- ৯৮.৯১%

খ) বাস্তব অগ্রগতি (**সেবা ও পণ্য**)ঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	%/মন্তব্য
০১	গ্রুপ গঠন	১৮৪০ টি	১৮৪০ টি	১০০%
০২	কেন্দ্র গঠন	৩৬৮ টি	৩৬৮ টি	১০০%
০৩	ভিলেজ কভার্ড	৩৬৮ টি	৩৬৮ টি	১০০%
০৪	প্রশিক্ষণ	৯২০০ জন	৯২০০ জন	১০০%
০৫	সনদপত্র বিতরণ	৯২০০ জন	৩৬৮ টি	১০০%
০৬	আত্মকর্মসংস্থান	৯২০০ জন	৯২০০ জন	১০০%
০৭	কেন্দ্র সভা	২০২৪ টি	২০২৪ টি	১০০%
০৮	ল্যাপটপ ক্রয়	০১ টি	০১ টি	১০০%
০৯	মোটর সাইকেল ক্রয়	৪৬ টি	৪৬ টি	১০০%
১০	ঋণের পাশ বই ছাপানো	৩০০০০ টি	৩০০০০ টি	১০০%
১১	ঋণ আবেদন ফরম ছাপানো	২০০০০ টি	২০০০০ টি	১০০%
১২	জরীপ ফরম ছাপানো	২০০০০ টি	২০০০০ টি	১০০%
১৩	কর্মশালা	১৫ টি	১৫ টি	১০০%
১৪	ঋণ বিতরণ	৮৭৭.০৮ লক্ষ	৮৭৭.০৮ লক্ষ	১০০%

"উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি" প্রকল্পের শুরু থেকে জুন' ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি।

ক) আর্থিক অগ্রগতিঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বরাদ্দ	অবমুক্তি	খরচ	%/মন্তব্য
০১	৬৪৯৬.১৪	৬৪৯৬.১৪	৬৪৮৩.১১	বরাদ্দের- ৯৯.৮০% অবমুক্তির- ৯৯.৮০%

খ) বাস্তব অগ্রগতি (**সেবা ও পণ্য**)ঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	%/মন্তব্য
০১	গ্রুপ গঠন	৭৫৯০ টি	৭৫৯০ টি	১০০%
০২	কেন্দ্র গঠন	১৫১৮ টি	১৫১৮ টি	১০০%
০৩	ভিলেজ কভার্ড	১৫১৮ টি	১৫১৮ টি	১০০%
০৪	প্রশিক্ষণ	৩৭৯৫০ জন	৩৭৯৫০ জন	১০০%
০৫	সনদপত্র বিতরণ	৩৭৯৫০ জন	৩৭৯৫০ জন	১০০%
০৬	আত্মকর্মসংস্থান	৩৭৯৫০ জন	৩৭৯৫০ জন	১০০%
০৭	কেন্দ্র সভা	১৫৭০০ টি	১৫৭০০ টি	১০০%
০৮	কর্মশালা	৬০ টি	৬০ টি	১০০%
০৯	ঋণের পাশ বই ছাপানো	৩০০০০ টি	৩০০০০ টি	১০০%
১০	ঋণ ফরম ছাপানো	৩০০০০ টি	৩০০০০ টি	১০০%
১১	ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রেজিস্টার ছাপানো	২১৬ টি	২১৬ টি	১০০%
১২	প্রশিক্ষণ গাইড বুক ছাপানো	৫০০০ টি	৫০০০ টি	১০০%
১৩	ব্রশিউর ছাপানো	২০০০ টি	২০০০ টি	১০০%
১৪	প্যাড ছাপানো	৫০০ টি	৫০০ টি	১০০%
১৫	জরীপ ফরম ছাপানো	২০০০০ টি	২০০০০ টি	১০০%
১৬	জনবল নিয়োগ	০৬ জন	০৬ জন	১০০%
১৭	আসবাবপত্র ক্রয়	৩৩ টি	৩৩ টি	১০০%
১৮	কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয়	৪৯ টি	৪৯ টি	১০০%
১৯	যন্ত্রপাতি ক্রয়	৬৩ টি	৬৩ টি	১০০%
২০	মোটর সাইকেল ক্রয়	৪৬ টি	৪৬ টি	১০০%
২১	ভাড়ায় গাড়ী সংগ্রহ	০১ টি	০১ টি	১০০%
২২	ঋণ বিতরণ	৫৪৭৯.৮১ লক্ষ (২১৯১৯ জন)	৫৪৭৯.৮১ লক্ষ (২১৯১৯ জন)	১০০%

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও
আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প।